দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটিতেছে না, আবারও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের আমরণ অনশনেরও তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে; এবং সর্বশেষ গত মঙ্গলবার, বহিরাগতদের হামলায় শিক্ষকদের আমরণ অনশন কর্মসূচি পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বিগত সাড়ে তিন মাস ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। শিক্ষকদের পদোন্নতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং শিক্ষার্থীদের ল্যাবরেটরি সামগ্রী ক্রয়সহ নির্মিত দুইটি ছাত্রাবাস খুলিয়া দিবার দাবিতে যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা এখন উপাচার্য অপসারণের দাবিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

বিগত প্রায় চার মাস ধরিয়া সঙ্কট কেবল ঘনীভূত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজ উদ্যোগে সংকট নিরসন করিতে তো পারেই নাই, ইউজিসি কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতেও সফল কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। আন্দোলনকারীরা বলিতেছেন, তাহাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন অব্যাহত থাকিবে। এমন পরিস্থিতিতে স্থবির হইয়া পড়িয়াছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম। এইদিকে, সাড়ে ৩ মাস ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধসহ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড অচল হইবার ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সকল অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানসহ ৩১টি প্রশাসনিক ও একাডেমিক পদ হইতে শিক্ষকরা পদত্যাগ করিয়াছেন বিধায় গত বৎসরের ৯ নভেম্বর ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করিতে বাধ্য হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন; ৪ হইতে ৬ ডিসেম্বর ওই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কার্যত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছে ভর্তির জন্য নিবন্ধনকারী ৯০ হাজার শিক্ষার্থীও। রংপুরবাসীর স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার জন্য সত্যিকারার্থেই মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু যাত্রা শুরুর পর হইতেই এটি নানামুখী সংকটে জর্জরিত। নূতন এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এখনও শিক্ষা কার্যক্রম পুরাদমে চলিতেই শুরু করে নাই।

সরকারের অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি নিরুপদ্রবে অব্যাহতভাবে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চাইয়া যাইতেছে এই কথা বলা যাইবে না। অচলাবস্থা শব্দটি যেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়গুলির গায়ে জোঁকের মতো লাগিয়া থাকিয়া প্রাণশক্তি শুষিয়া নিতেছে। দেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষা-কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীরা যে বিপুল পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নানা অচলাবস্থা, দলীয় আধিপত্য বিস্তার, ছাত্রবিক্ষোভ ও সংঘর্ষ কিংবা শিক্ষক-কর্মচারীদের গোষ্ঠীস্বার্থও কম ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে না। কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা লাগিয়াই থাকে। ফলত অনিবার্যভাবে ভোগান্তির শিকার হয় শিক্ষার্থীদের জীবন ও শিক্ষা কার্যক্রম। এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ক্রমাগত অধোগামী হইতেছে বলিয়া ইউজিসির নিয়মিত প্রতিবেদনগুলিও সাক্ষ্য দিতেছে। গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থ, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদি নানা কারণ নিয়মিতই অচলাবস্থার দিকে ঠেলিয়া দেয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই কেবল স্বল্প খরচে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। জনগণের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানচর্চার প্রতিকূল পরিবেশ কাহারো কাম্য হইতে পারে না।